তারিখ 13 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার মানে ছাড় নয়

এসএস মঈনুল ইসলাম

সারাদেশে চলছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা। আমাদের সময় এসএসসি পরীক্ষাকে ঘিরে ছিল অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা আর টেনশন। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা বলে কথা। এখনকার শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য এটি নতুন বিষয় নয়। দু'বছর আগেই তারা অষ্টম শ্রেণী সমাপনীতে জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। দেশব্যাপী একযোগে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষা ছিল সেটাও। যাহোক, বরাবরের মতো এ বছর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরীক্ষা। এবার পাঁচটি বিষয় (গণিত, উচ্চতর গণিত, বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) বাদে অন্য সব বিষয়ের পরীক্ষা হচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতিতে। এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল- এ তিন পরীক্ষায় নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২৭। গতবারের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ২৯ হাজার ৫৫৪ জন। পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি প্রায় পৌনে দুই লাখ শিক্ষার্থী। এটি হতাশাজনক খবর বটে। এত শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন কি শেষ হয়ে গেল?

পরীক্ষার প্রথম দিনের আরেকটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর পরীক্ষার হল পরিদর্শন। শিক্ষামন্ত্রী পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হল পরিদর্শনে যাবেন- এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে যে বিষয়টি কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের কল্যাণে নতুন করে আমাদের চিন্তার উদ্রেক করেছে ও বিবেককে নাড়া দিয়েছে তা হলো, জনাবিশেক সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার সমেত পরীক্ষার হলে শিক্ষামন্ত্রীর পদচারণা এবং এতে ওই হলের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় মনোনিবেশের মারাত্মক বিঘ্ন ঘটার চিত্র। এত বহিরাগত, ভিআইপির আগমন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, মোবাইল ফোনে কথা বলা ইত্যাদি পরীক্ষার হলের পরিবেশকে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত করে। এক্ষেত্রে হল পরিদর্শন করতে হলে পরীক্ষা শুরুর আগে কিংবা পরীক্ষা শেষে হলে যাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া সংবাদকর্মীদের প্রতিও রইল একই অনুরোধ। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের কথাও ভেবে দেখবেন সবাই।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। রাজনৈতিক দলগুলো উপজেলা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এ দেশে কখন কী হয় বলা মুশকিল। পরীক্ষা চলাকালীন নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি যেন না হয়- সবার প্রত্যাশা সেটাই।

আর ফলের বিষয়ে বলতে গেলে গত বছর ছিল এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে রেকর্ড। এবার হয়তো আরও বাড়বে। তবে জিপিএ ৫, বেশি পাসের হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন শিক্ষার মানের কথাও চিন্তা করি। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভ কামনা।

○ শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
smmoin.du@gmail.com